

# জেলাৰ খবৰ সমীক্ষা

বৰ্ষ - ৮, ৬ম সংখ্যা, ১৬ ভাদ্ৰ ১৪২১ (২ সেপ্টেম্বৰ ২০১৪) মূল্য - ২ টকা D.L. No.-21 Dt. 05.04.07

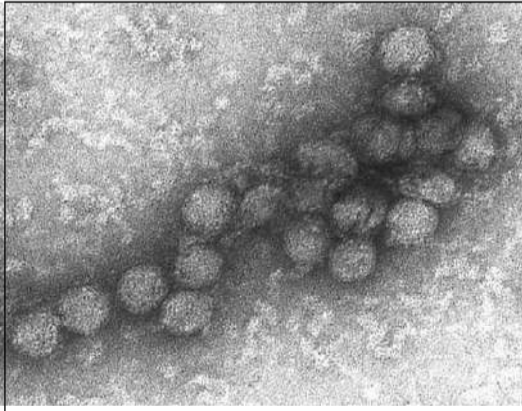
## প্রসঙ্গ এনকেফেলাইটিস

শুভেন্দু ভট্টাচার্য

এনকেফেলাইটিস রোগটি প্রথম মহামারী আকারে দেখা যায় জাপানে ১৮৭০ সাল নাগাদ এবং তারপর থেকেই সভ্য সমাজ এই রোগের কথা জানতে পারে। যদিও ১৯৩০ সালের আগে পর্যন্ত এর কারণ জানা সম্ভব হয় নি। ঐ সালেই প্রথম একজন রোগীর শরীরে এক ভাইরাসের সন্ধান মেলে যে রোগী ঐ রোগে মারা যান। রোগের কারণ হল ছোট একধরনের ফ্ল্যাভিভাইরাস এবং এই নামটি এসেছে হলুদ জ্বরের ভাইরাস থেকে। ল্যাটিন ভাষায় Yellow মানে 'Flavus'। এই ভাইরাসের উৎপত্তি অন্ততপক্ষে ১০-২০ হাজার বছর আগে এবং এরা ধীরে ধীরে জাপান ছেড়ে নতুন নতুন দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

সাধারণত ভাবে কিউলেস্ক জাতের মশা এই ভাইরাসের বাহক। সারস জাতীয় পাখিদের এই মশা কামড়ালে এই রোগ দেখা যায়। এছাড়াও শূকরও অন্যতম প্রধান বাহক। মশা তাদের শরীর থেকে এই ভাইরাস নিয়ে মানুষকে কামড়ালে মানুষের শরীরে এই রোগ প্রবেশ করে।

জাপানি এনকেফেলাইটিস ভাইরাস বরাবর চিহ্নিত হয়ে এসেছে মারণ ভাইরাস রূপে। গত ৫০ বছর ধরে এর প্রকোপ ছড়িয়েছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। ভারতবর্ষ, দক্ষিণ চীন, মায়ানমার, এমনকি ১৯৯৮ সালে অস্ট্রেলিয়াতে এই ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। যেহেতু কিউলেস্ক জাতীয় মশার প্রাধান্য এশিয়া মহাদেশের দেশগুলির গ্রামাঞ্চলে বেশী তাই প্রায় প্রত্যেকেরই এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রতি ৩০০ মানুষের মধ্যে ১জন যাঁরা এই ভাইরাসের কবলে পড়ছেন তাদের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। সামান্য



এই সেই ভাইরাস



জ্বর থেকে মারাত্মক মস্তিষ্কের সংক্রমণ সেই সঙ্গে শরীরের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাত (যেমনটি হয় পোলিওর ক্ষেত্রে) ঘটতে পারে এই ভাইরাস। প্রতি বছর প্রায় ৫০ হাজার লোক জাপানি এনকেফেলাইটিসে আক্রান্ত হন এবং প্রায় ১৫ হাজার লোকেরই মৃত্যু ঘটে। রোগের প্রকৃত কারণ জানার জন্য আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতির সাহায্যে নেওয়া অবশ্য প্রয়োজন। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা জীবন ফিরে পান তাঁদের অধিকাংশেরই মস্তিষ্ক বিকৃতি বা মনোরোগের সমস্যা ভুগতে হয়।

রোগের লক্ষণ জ্বর (১০০ - ১০৫ ডিগ্রী পর্যন্ত) সঙ্গে মাথা যন্ত্রণা, গা বমি ভাব, বমি, ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া, সর্বাস্থে ব্যাথা, পেটে যন্ত্রণা, খিচুনি ইত্যাদি।

ভারতবর্ষে দাদরা, দামন, দিউ, গুজরাত, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু কাশ্মীর, লাক্ষাদ্বীপ, মেঘালয়, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও সিকিম বাদে সব রাজ্যেই এই রোগের সন্ধান মিলেছে।

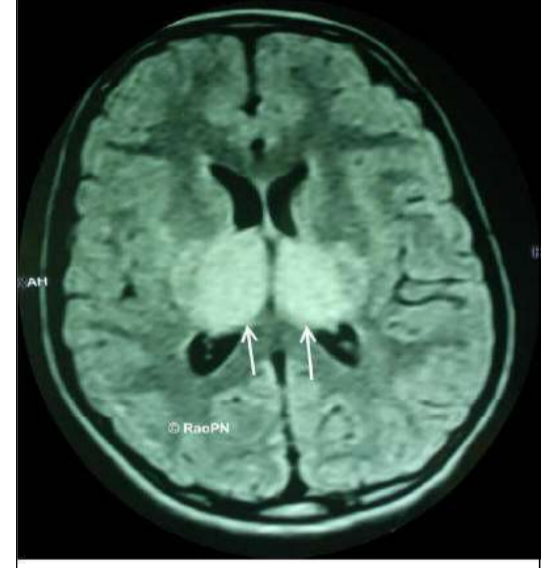
সাধারণত মে - অক্টোবর এই সময়কালে উত্তর ভারতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। যদিও দক্ষিণ ভারতে বা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে সারা বছরই এই রোগের সন্ধান পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বেশী পরিমাণ আক্রান্তের সংখ্যার সন্ধান মিলেছে অন্ধ্রপ্রদেশ আসাম, বিহার, গোয়া, হরিয়ানা, কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ এবং অবশ্যই আমাদের পশ্চিমবঙ্গে।

এই রোগের কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই, যা আছে তা হল লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা (যেমন জ্বর, যন্ত্রণা, নিম্নরক্তচাপ, রক্তচাপ, খিচুনি বা মস্তিষ্কের মধ্যকার চাপ নিয়ন্ত্রণ করার

জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়।

রোগ এড়াবার উপায় : রোগ থেকে দূরে থাকার প্রধান উপায় হল — মশা নিয়ন্ত্রণ বা মশা যাতে না কামড়ায় তার ব্যবস্থা করা। পাজামা জাতীয় পোষাক এক্ষেত্রে উপযোগী। জমা জল যেখানেই আছে সেইসব জায়গা এড়িয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ জমা জলেই মশার লার্ভা বেশি জন্মায়, সন্দের দিকে ঘরে মশা মারার ঔষধ স্প্রে করা এবং অবশ্যই মশারীর ব্যবহার করা প্রয়োজন।

বর্তমানে এই রোগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অনেক ধরনের প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়েছে। চীন এবং ভারতে গত কয়েক বছরে নিয়মিত প্রতিষেধক দেবার প্রক্রিয়াও চালু হয়েছে। দুটি প্রতিষেধক নিতে হয়। প্রথমটি নেবার ২৮ দিনের মাথায় দ্বিতীয়টি দেওয়া হয়। যাঁরা বিদেশে গমন করেন এবং গ্রামাঞ্চলে থাকেন তাঁদের এই প্রতিষেধক নেওয়া অবশ্যই উচিত আর যেসব মানুষ শুয়োরের খোঁয়াড় বা খাল বিল যেখানে বক বা সারস জাতীয় পাখিদের আনাগোনা বেশি সেই অঞ্চলেই



মস্তিষ্কে সংক্রমণ

থাকেন তাঁদের এই প্রতিষেধক নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। এর বাইরে যাঁরা শহরাঞ্চলে পরিচ্ছন্ন জায়গায় বাস করেন তাঁদের দুর্শ্চিন্তার কারণ নেই। তবে শেষ কথা একটাই কোন রোগীর মধ্যে উপরোক্ত লক্ষণ দেখা গেলে তাকে অবিলম্বে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

মূল্য : ২০/- 'জেলাৰ খবৰ সমীক্ষা' অষ্টম শারদ সংখ্যা  
 : বিশেষ আকর্ষণ :  
 কবি ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের প্রথম গদ্য লেখা 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রাপ্ত লেখক শঙ্কর নাথের লেখা প্রকাশিত হবে পূণ্য মহালয়ায় / বিকাল ৫ টা 'কুসুম মঞ্চ' / বোধোদয় স্কুলের সভাঘর

২৯তম জাতীয় চক্ষুদান পক্ষ পালন  
 স্থান : অমরাগড়ী চক্ষু চিকিৎসালয় (অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়ায়)  
 সময় : ৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার ২০১৪ সকাল ১০টা  
 বিষয় : আলোচনা চক্র, কর্মশালা, চোখদাতা পরিবারবর্গকে সম্বর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান  
 : পরিচালনা : মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদান সংগ্রহকেন্দ্র সমূহ  
 সকলর আমন্ত্রণ অবাধ

## ‘শিক্ষা আনে চেতনা’

### সম্পাদকীয়

গতপক্ষে সারা বিশ্বজুড়ে ফটোগ্রাফি দিবস পালিত হল। ১৯ আগস্ট এই উপলক্ষে ছোট এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পত্রিকার বিশেষ ফটোগ্রাফি সংখ্যাটি প্রকাশ করা হয়। সুখের কথা এই যে পাঠকরা এটি সাদরে গ্রহণ করেছেন। শুধু এটিই নয় এ পর্যন্ত যতগুলি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে সবকটিই পাঠকমহলে বিশেষ সমাদর লাভ করায় পত্রিকা প্রকাশে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে।

উত্তরবঙ্গে গত কয়েকমাস ধরে জাপানী এনকেফেলাইটিস রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায় যথারীতি দক্ষিণবঙ্গে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। আতঙ্কের মূল কারণ অজানা এক জ্বর যা প্রায় মহামারীর আকার ধারণ করেছে। শিশু সহ বহু মানুষ এতে আক্রান্ত হচ্ছেন। প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ বিশেষ কাজ না করায় সমস্যা আরও বেড়েছে। চিকিৎসকমহলও দ্বিধাবিভক্ত, কেউ বলছেন ভাইরাস ঘটিত জ্বর, কেউ বলছেন অজানা জ্বর। তবে সামান্য দু'একটা ক্ষেত্র ছাড়া এই জ্বরে মৃত্যুর কোন খবর এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

এই সংখ্যায় জাপানী এনকেফেলাইটিস নিয়ে এক বিশিষ্ট চিকিৎসকের লেখা প্রকাশ করা হল যা থেকে পাঠকরা বুঝতে পারবেন পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকলে এই রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অনেক কম। তবে একটি কথা বলতেই হয় যে জ্বর হলে চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে ওষুধের দোকান থেকে নিজেরাই দোকানীর দেওয়া ওষুধ খাবার প্রবণতাটি মারাত্মক। অনেক ক্ষেত্রেই হিতে বিপরীত হতে পারে, হচ্ছেও কারণ ওষুধের পাশ্চাত্যক্রিয়া সম্বন্ধে চিকিৎসক যতটা সচেতন, বিক্রোতা ততটা নন। আর এর বিষয় ফল সামাল দিতে হয় চিকিৎসকদেরই।

‘জেলার খবর সমীক্ষা’ নিয়মিত পাওয়া যাবে এখানে

## মালঞ্চ

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা  
দাশনগর বাজার, বিরাজময়ী রোড, হাওড়া - ৫

বই, খাতা, অফিস স্টেশনারি, রঙ, তুলি, ডায়েরী, ক্যালেন্ডার  
দূরভাষ : - ৯৮৩০৩৫৫৮৬৮

## মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদান

### সংগ্রহ কেন্দ্র

পরিচালনায় : অমরাগড়ী যুব সংঘ  
অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া।  
আমরা শুধু অঙ্গীকার চাই না,  
মরণোত্তর চক্ষু ও দেহ চাই।  
০৩২১৪-২৩৪-১৬৫, ৯৪৩৪৫৬৪৯৪৯

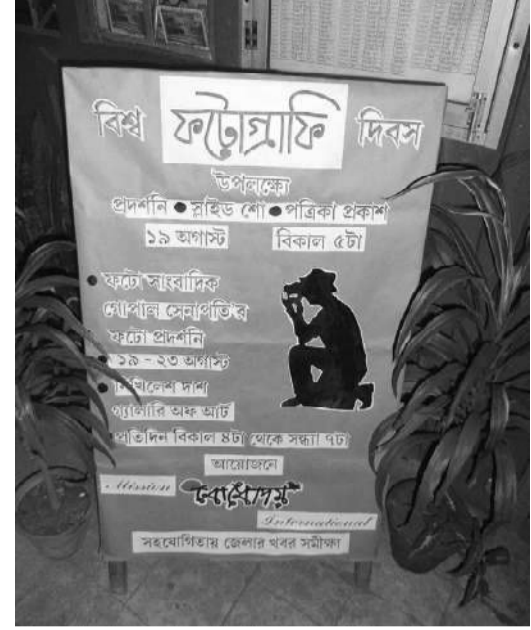
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

## ব্যাঙ্কো ক্লিনিক এন্ড ল্যাবরেটরী

এখানে আপটাসোনোগ্রাফী, রক্ত, মল, মূত্র, কফ অতিথিত্ব সহকারে পরীক্ষার সুব্যবস্থা আছে। ই.সি.জি. করা হয় এবং কোলকাতা থেকে থাইরয়েড পরীক্ষা করানো হয়।  
অমরাগড়ী (অমরাগড়ী বি.বি.ধর হসপিটালের সামনে),  
জয়পুর, হাওড়া-৭১১৪০১

## পত্রিকার বিশেষ ফটোগ্রাফি সংখ্যা প্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৯ অক্টোবর ছিল বিশেষ ফটোগ্রাফি দিবস। ঐ দিনটিকে স্মরণে রেখে ‘জেলার খবর সমীক্ষা’র তরফে পত্রিকার বিশেষ ফটোগ্রাফি সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় হাওড়ার কদমতলায় বোধোদয় স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় চিত্র সাংবাদিক গোপাল সেনাপতির একক চিত্র প্রদর্শনী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ফটোগ্রাফার সৌভিক চ্যাটার্জী। তাঁর হাতে স্মারক তুলে দেন গবেষক ও চিকিৎসক ডাঃ সুকান্ত মুখোপাধ্যায়। গোপাল সেনাপতিকে স্মারক তুলে দিয়ে সম্মান জানান পত্রিকার সম্পাদক। পত্রিকাটির বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন কবি প্রণব দাস। ঘরোয়া আড্ডার মেজাজে মেতে ওঠেন উপস্থিত দর্শক মন্ডলী, যাঁদের মধ্যে ছিলেন কিছু চিত্রগ্রাহকও। গোপাল সেনাপতি সহ প্রত্যেকেই ছবি তোলার নানা মজার ঘটনার কথা বর্ণনা করে অনুষ্ঠানটিতে একটি অন্য মাত্রা নিয়ে আসেন। অনুষ্ঠানে সৌভিক চ্যাটার্জীর তোলা কিছু ছবির স্লাইড শোর মধ্যমে দেখানো হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অধ্যক্ষ মলয় রায় ও স্কুলের প্রশাসক জহর চট্টোপাধ্যায়।



## হাওড়া আয়াস-এর ওয়েবসাইট উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩১শে আগস্ট সন্ধ্যায় বেলিলিয়াস পার্কে অফিসার্স ক্লাবের ফ্যাসি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে হাওড়ার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘আয়াস’ এর নিজস্ব ওয়েবসাইট উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী মনোজ সিং। অনুষ্ঠানে অনেক বিশিষ্ট মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

## প্রকাশিত হল

### প্রণব কুমার দাসের

৬০ খানি সুনির্বাচিত কবিতার বই  
**কবিতা টবিতা**  
পাওয়া যাচ্ছে জেলার খবর সমীক্ষার  
পত্রিকা দপ্তরে

## ‘জেলার খবর সমীক্ষা’র গ্রাহক হন

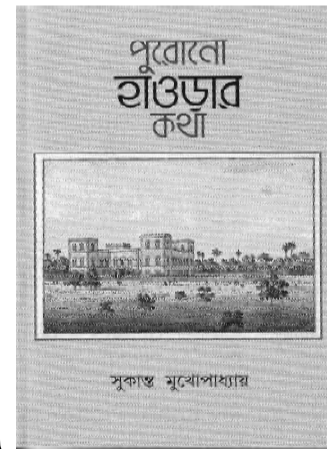
### বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৪৫ টাকা

লেখা পাঠান, মনোনীত হলে তা প্রকাশ করা হবে।  
পত্রিকা সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত জানান।  
যোগাযোগ করুন – সম্পাদকীয় দপ্তরে  
গ্রাম ও পোঃ – অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া।  
ফোন – ৯৮০০২৮৬১৪৮

জেলার খবর সমীক্ষা’র বিশেষ ফটোগ্রাফি  
সংখ্যা অল্প কিছু সংখ্যা এখনও পাওয়া  
যাচ্ছে —  
দাম : ২টাকা  
যোগাযোগ করুন সম্পাদকীয় দপ্তরে

## সুকান্ত মুখোপাধ্যায়ের লেখা

### পুরোনো হাওড়ার কথা



প্রথম সংস্করণ  
ইতিমধ্যেই শেষ  
২য় সংস্করণ  
প্রকাশিত হয়েছে  
১৪৩ পাতার বই  
দাম - ৮৫ টাকা

প্রকাশক  
ন্যাশনাল বুক  
এজেন্সি প্রাইভেট  
লিমিটেড, কলিকাতা

## পিরার ২৭ তম গ্রামীণ

### পত্রপত্রিকা প্রদর্শনী

১লা অক্টোবর থেকে ১৯ অক্টোবর হবে  
সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা : প্রবন্ধ রচনা : (২০০০  
শব্দের) মনুস্যত্ব উন্মোচনের অপরিহার্যতা ও আজকের  
সার্বিক দায়বদ্ধতা। কবিতা (২৮ লাইন), গল্প (১৫০০  
শব্দ), নাটিকা (৫০০০ শব্দের) : মনুস্যত্ব বাঁচার একমাত্র  
পন্থা ও আজ সবার করণীয় কর্তব্য (লেখা পাঠাতে হবে  
১৫.০৯.২০১৪ এর মধ্যে)।  
আলোচনা সভা : ১৯.১০.২০১৪ সকাল ৮-১২.৩০  
স্থান : পিরা, মানশ্রী, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া  
পত্রিকা পাঠাবার ঠিকানা :  
পিরা, মানশ্রী, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া - ৭১১৪১২,  
ফোন : ৯৭৩৩৮৯৬৯০৬ ও  
জেলার খবর সমীক্ষার পত্রিকা দপ্তর

## মডার্ন ডিজিটাল স্টুডিও

### এ্যান্ড জেরক্স সেন্টার

প্রো : বিমল দলুই

জয়পুর মোড় (খানার নিকট) হাওড়া।  
ফোন-৯৭৭৫১৩০৩২০

এখানে ভিডিও ফটোগ্রাফি,  
স্টীল ফটোগ্রাফি,  
মিক্সিং ও জেরক্স করা হয়।

৫ মিনিটে পাসপোর্ট ছবি পাওয়া যায়।

২০১৩'র ১ জানুয়ারী সংখ্যা থেকে 'জেলার খবর সমীক্ষা' পত্রিকায় ছোটদের জন্য একটি নিয়মিত বিভাগ শুরু হয়েছে। এই বিভাগটির উদ্দেশ্য ছোটদের ভাবনাকে প্রকাশ করা, তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া। অনেক নামি দামি পত্রিকাতেই ছোটদের পাতা আছে। তাতে ছোটদের আঁকা, লেখাও নিয়মিত প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাদের সঙ্গে জেলার খবর সমীক্ষা পত্রিকার 'ছোটদের পাতা'র পার্থক্য আছে। পত্রিকার এই বিভাগটি ছোটদের দ্বারাই পরিচালিত হবে। ছোটরাই বিষয়বস্তু ঠিক করবে, তথ্য ও খবর সংগ্রহ করবে। সেই সব তথ্য খবরকে বিষয় করে তারাই রূপ দেবে 'ছোটদের পাতা'কে। ছোটদের পাতায় কোনো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলে তার সেরা বাছাইয়ের দায়িত্বও ক্ষুদ্রে বিচারকদের।



তোমরা যারা এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হতে চাও তারা শীঘ্রই যোগাযোগ কর। তাছাড়া, কেমন লেখা পড়তে চাও, কি বিষয়ে জানতে চাও এসবও লিখে জানাতে পারো।



### বুল বুল

শ্রেয়া সিনহা (পঞ্চম শ্রেণী)

দুট্টু ওই পাখিটা  
কালো তার ঝুঁটিটা  
সারাদিন চুলবুল  
নাম তার বুলবুল।  
এই দূরে, এই কাছে,  
নেচে-নেচে গাছে-গাছে,  
লেজ তুলে গান গায়,  
সূরে সূরে ভেসে যায়।  
হোক না সে যত কালো,  
সবাই বাসে যে ভালো।



### খেলাঘর

শুভজিৎ পাত্র (চতুর্থ শ্রেণী)

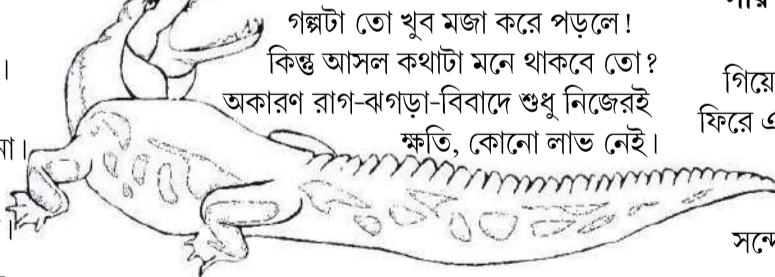
খেলাঘর খেলাঘর খুশী দিয়ে ভরা  
খেলাঘরে মেতে থাকি ভুলে গিয়ে পড়া।  
খেলাঘরে খেলা হলে বসে যায় মেলা,  
খেলাঘরে কেটে যায় মোর সারা বেলা।  
খেলাঘরে ঘর আছে, ঘরে হবে রান্না,  
খাওয়া-দাওয়া না হলে যে পুতুলের কান্না।  
খেলাঘরে খাট আছে, তুলতুলে বিছানা,  
চেয়ার টেবিলও আছে, কোনো কিছু মিছা না।  
বড়োরাই একে শুধু মিছিমিছি ভাবছো,  
ভেবে দেখো তোমরাও এই খেলা খেলছো।

### বাঘের রাগ

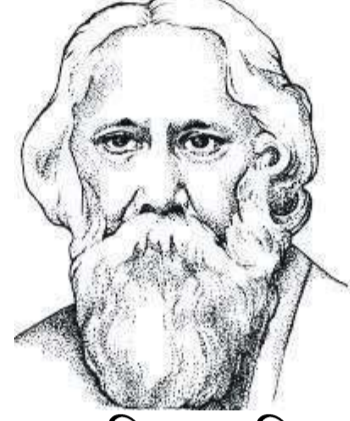
পরিবর্তিতা নন্দী  
(সপ্তম শ্রেণী)

এক যে ছিল বাঘ।  
বাঘটা ছিল বেজায় রাগী।  
যে রাগী — সে তো দাগী।  
রেগে গিয়ে নানা বুট-ঝামেলায়  
জড়িয়েও পরে। ঝামেলা ঝাঞ্জাটে  
এক এক সময় তো নিজের প্রাণ বাঁচানো  
দায় হয়ে উঠতো বাঘটার কাছে। বাঘটা সবসময় চাইতো  
বন থেকে চলে যেতে। কিন্তু 'বন্যরা বনে সুন্দর,' তাই বাঘের  
বনেতে থাকাই ভালো। বনেই তো তার খাদ্য। হরিণ তার  
খাবার, বুনো মোষও জুটে যায় কপাল ভালো থাকলে।  
এতেই তার ভালো চলে যেত, কিন্তু শুয়ে বসে আরাম করে  
বাঁচা যে তার স্বভাব নয়। রাগের বশে ভুল কাজ করাই তার  
স্বভাব হয়ে গেছে। তাকে আর কে সামলায়?

জঙ্গলের ওপারেই লোকজনের বাস। তবে ছট করে চলে  
যাওয়ার উপায় নেই। কারণ, জঙ্গলের সীমানায় আছে নদী  
আর নদীতে আছে কুমীর। সে আবার যে সে কুমীর নয়,  
গাছের গুঁড়ির মতো তার দেহ, করাতের মতো তার দাঁত।  
কেউ জলে নামলে কুমীর তাকে রেহাই দেয় না। শীতকালে  
যখন পাড়ে শুয়ে রোদ পোহায়, তখনও তাকে এড়িয়ে  
যাওয়ার জো নেই। বাঘ তো পরল বড় ফ্যাসাদে। তার রাগ  
গেল আরো বেড়ে। কথায় বলে, 'জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ,'  
সেই বাঘে-কুমীরে একদিন লড়াই বেধে গেল। কুমীরটা  
সকালবেলা নরম রোদে পিঠ পেঁপে সবে আর একপ্রহু ঘুম  
শুরু করেছে, অমনি আকাশ ভেঙে পরার মতো বাঘটা  
লাফিয়ে পরল তার ওপর। এতে কার না রাগ হয়? কুমীর  
দেখলো বাঘ সাঁতরে নদী পেরিয়ে যাচ্ছে। কুমীরের রাগ  
গেল আরো বেড়ে। সে সঙ্গে সঙ্গে জলে নেমে সাঁতরে ধাওয়া  
করল বাঘকে। বাঘের জারিজুরি ডাঙাতেই, সে সব জলে  
চলবে কেন। কুমীর সাঁতরে গিয়ে তার ধারালো দাঁত দিয়ে  
বাঘের পা কামড়ে ধরল। বাঘ যত ছাড়াতে চায় তত তার  
দাঁত চেপে বসে। বাঘের রক্তে লাল হয়ে গেল নদীর জল।  
বাঘের পা কামড়ে ধরেই জলে ডুব দিল কুমীরটা, আর বাঘের  
সব মতব্বরী শেষ হয়ে সব রাগ নদীর জলে গুলে গেল।  
বাঘের রাগই তার প্রাণ নিল।



গল্পটা তো খুব মজা করে পড়লে!  
কিন্তু আসল কথাটা মনে থাকবে তো?  
অকারণ রাগ-ঝগড়া-বিবাদে শুধু নিজেরই  
ক্ষতি, কোনো লাভ নেই।



### কবির প্রতি

তুষার প্রামাণিক (চতুর্থ শ্রেণী)

বিশ্বকবি রবি,  
আমাদের হৃদয়ে তোমার ছবি।  
থাকবো সদা নিমগন  
তোমার পূজায় আজীবন।  
লিখেছো দিবসারাত্র,  
আমরা পড়েছি তার কণামাত্র।  
পড়ার বইয়ে গদ্য ছড়ায়,  
তোমাকে কতটুকুই বা পাওয়া যায়।  
যখন হবে ভাষা শেখা,  
তখন পড়বো তোমার সব লেখা।  
এখন তোমার কথা শুনি,  
নিজেকে খুব ভাগ্যবান মানি।



### লি মেরিক

সায়ক চ্যাটার্জী (অষ্টম শ্রেণী)

গিয়েছিল ব্যাট তুলে যারা ইংলণ্ডে,  
ফিরে এল ব্যাট ফেলে, দেশে হেঁট মুণ্ডে,  
বারে বারে তিন বার,  
সয়ে গেছে এই হার,  
সন্দেহ অমূলক ক্রিকেটীয় কাণ্ডে?



ভূমিও লিখতে পারো ছোটদের পাতাতে। তোমাদের কবিতা গল্প আঁকায় ভরে উঠবে 'ছোটদের পাতা'। আর নিয়মিত এই কাগজটা সংগ্রহ করতে চাইলে আজই 'জেলার খবর সমীক্ষা'-র বার্ষিক গ্রাহক হয়ে যাও। বছরে মোট ২৪টি সংখ্যার সঙ্গে বিশেষ 'শারদ সংখ্যা'র জন্য তোমাকে দিতে হবে এককালীন ৬০ টাকা। আর না হলে প্রতিটি সংখ্যা ২টাকা এবং শারদ সংখ্যা ২০টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করতে পারো। তোমার লেখা ও গ্রাহক হওয়ার অপেক্ষায় রইলাম।

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী  
নবম পর্ব

## আমার বিদেশ ভ্রমণ

মঞ্জুলা মন্ডল



St. Mark's Baselica

### ভেনিস

ভেনিস এ অনেক Island আছে। মেডিটেরিয়ান সাগরের অংশ একটা part adriatic sea এ Adriatic থেকে grand canal এবং অনেক ছোট canal বেরিয়েছে। Cosmos বাস আমাদের নামিয়ে বোট করে grand canal দিয়ে St. Mark Square নিয়ে গেল। খুব জমজমাট জায়গাটা St. Mark's Baselica গেলাম। ২০০ বছরের ধরে এটা তৈরী হয়েছে। আঁকা ছবিগুলো সব ছোট ছোট রঙিন পাথর বসিয়ে তৈরী করা হয়েছে। দু'টো পিস কাঁচের মধ্যে সোনা melt করে তার ছোট ছোট পিস ছবির অনেকাংশে দেওয়া হয়েছে। অপূর্ব ছবি। St. Mark এর মূর্তি ও যিশুখৃষ্টের মূর্তি আছে। Ducale (ভোচেল) এর বাড়ি ছিল। ডাচেল হচ্ছে ঐ রাজার পদটার নাম। রাজত্ব করলেও ক্ষমতা ছিল না। তারই রাজবাড়ী মানে গর্ভমন্ডের অফিস ঐ সব দেখলাম। ওখানেই দু'টো কারাগার ছিল। একটাতে কঠিন অপরাধীদের রাখা হতো। এই বাড়ীগুলোর পাশ দিয়ে ক্যানেল চলে গিয়েছে। ঐ ক্যানেলগুলোর উপর অনেক ব্রিজ আছে। এইগুলো একজন মহিলা guide আমাদের দেখালেন। আর একজন পুরুষ guide আমাদের glass factory দেখালেন। কীভাবে কাঁচের জিনিষ তৈরী করা হয় তা দেখালেন আমাদের। অপূর্ব কাঁচের সব ফুলদানী তাতে সোনার কাজ করা আছে। নানান রকম জন্তু জানোয়ারের মূর্তি, বাড় লঠন দেখার মতো। এতো সুন্দর কাঁচের জিনিষ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে ইচ্ছা করছিল তবে কিন্তু বোধ হচ্ছিল যদি কেউ কিছু মনে করে এই ভেবে দু'তিন জন মেক্সিকান মহিলা খুবই লম্বা চেহারার এগিয়ে এসে আমাদের বললেন কিন্তু কিছু নেই। নাই বা কিনলেন, দেখুন তাতে কি আছে? আমরা কোথা থেকে এসেছি অনেক কিছু জানতে চাইলেন কৌতুহলবশেই বলতে পারা যায়। বললেন ওনার দেশও গরীব দেশ। কর্মক্ষেত্রে এখানে আসা। এইসব কথা হোল, ভালই লাগলো। তারপর আবার একজায়গায় সকলে একত্রিত হয়ে বোট করে আমাদের গাড়ী ধরলাম। ওখানে গাড়ী রাখার জায়গা বিশাল লম্বা এবং চওড়া ৬ তলা বাড়িতে গাড়ীগুলো ঘুরে ঘুরে উপরে ওঠে। শুধু car রাখার ব্যবস্থা, বাস ওরা রাখে না। তারপর বাসে উঠে সোজা হোটলে এলাম। খুবই সুসজ্জিত হোটেল। সন্ধ্যা ৭টায় হোটলে পৌঁছে ৭.৪৫ এ ডিনার সারলাম। সকালে তৈরী হয়ে ৭টায় জলখাবার খেয়ে গাড়ী ধরে আবার যাত্রা শুরু। পথে একটা জায়গা পড়ল যার দু'পাশে অনেক জায়গা নিয়ে অগভীর জলাভূমি। তাতে মাছ, কাঁকড়া, চিংড়িমাছ ইত্যাদি চাষ হয়। আর একটু দূরে গিয়ে আমরা একটা চার্চ দেখলাম। ওটার বয়স ১০০০ বছর। ওটা Abby (মানে মঠ)। এখন আমরা রোম যাচ্ছি সাউথের দিকে। চলার পথে আমাদের দু'পাশে অনেক জিনিষের চাষ যেমন সূর্যমুখী, ভুট্টা, তামাক ইত্যাদি। চাষের জমির পিছনে দু'পাশে আপালেচিয়ান পর্বত। এখনও ঠান্ডা ভাবটা আছে। এরপর সমতল জমি আসবে তখন গরম লাগবে। যত রোমের কাছে এগোচ্ছি ততই বড় বড় বাড়ী দেখা যাচ্ছে।

### রোম

রোমের মধ্যেই পোপ শাসিত ভ্যাটিকান সিটি আছে। সেখানে তাদের সবই নিজস্ব। বহু একর জমি নিয়ে ওদের রাজ্য ওরাই শাসন করে। বিশাল বিশাল ফুল যেন জড়িয়ে আছে রোম শহরটাকে, খুবই সুসজ্জিত বহু পুরানো শহর। এখানে অনেক বাড়ী আছে যা ২০০০ বছরের পুরানো। শহরে বিশাল বড়ো বড়ো চওড়া রাস্তা আধুনিক ও পুরানো ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ দেখলাম। আমরা রোমে পৌঁছলাম। হোটেল বিকেলের দিকে পৌঁছলাম। বিশাল হোটেল। ২০০০ লোকের থাকার ব্যবস্থা, dining hall সেই অনুপাতে বড়ো। আমরা শুধু সকালের খাবার পেতাম। প্রথম পিয়াজে নাভোনায় গেলাম। বিভিন্নরকম মূর্তি আছে যার বিশেষ বিশেষ অর্থ আছে। কোনও জায়গায় জন্তুর মুখদিয়ে কোথাও অন্যকিছুর মধ্য দিয়ে ফোয়ারার জল পড়ছিল। একজন ইটালীয়ান artist নাম Bernin। তিনি ঐ মূর্তিগুলো

খোদাই করেছেন। দেখবার মতো সুন্দর, নিখুঁত। 'Place of Justice', 'Celebrae the victory of Augustush', 'Square of people', 'Vea venelo', পুরান গোট যা একেবারেই ভেঙ্গে গিয়েছে, একটা দামী হোটেল যেখানে Jackson, Diane থাকতেন মাঝে মাঝে একটা সুন্দর fountain নানান মূর্তির মধ্যে দিয়ে জল পড়ছে। এসব রাতের আলোর মধ্যে দেখলাম। একটা চারিদিকে বাঁধান জলাশয় আর আশেপাশে মূর্তিও আছে সেই জলের মধ্যে অনেকেই পয়সা ফেলছিল আমরাও ফেললাম অর্থ না জেনেই। সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই সংস্কার লুকিয়ে আছে। রাতেই আলোয় রোমের চেহারা দেখলাম। সবকিছুই দু'চোখ ভরে উপভোগ করছিলাম। সবই অবিশ্বাস্য রকমের সুন্দর। তারপর আমরা সকলে হোটলে ইটালীয়ান খাবার খেলাম। ইটালীয়ান Artist খাওয়ার সময় গান বাজনা করলো। ওরা খুব ফুর্ভিবাজ। খুব জোরে চড়া সুরে গায়। অনেক রকম ড্রিংকস দিয়েছিল যদিও আমরা খাইনি। আমাদের মেয়েদের গোলাপফুল দিল খাওয়ার শেষে। সকলকে Kiss করলো। সকলকে দেখতে খুবই সুন্দর। পরদিন সকালে আমরা Vatican City গেলাম। যাওয়ার পথে Open air Theater দেখলাম। আধখানা গোল Shape এর। ওপর দিকের খানিকটা অংশ ভেঙ্গে গিয়েছে। অনেক পুরান, নাম করা থিয়েটার। ভিতরে বিশাল জায়গা। গ্যালারীতে প্রচুর লোকের বসবাসের জায়গা আছে। Vartican cityতে প্রথমে Museum দেখলাম। দেখার মতো জিনিষ। একটা অদ্ভুত জিনিষ দেখলাম মোটা কাপড়ের উপর ছবি কাটা ও সেলাই করা। মাইকেল এঞ্জেলো, রাফেল এঁদের আঁকা, পাথর খোদাই মূর্তি, Tapestry দেখবার মতো। Bernini ব্রঞ্জের থাম ও মূর্তি দেখার মতো। Sister charch এর যতো আঁকা সব মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর। উনি কয়েকশো পাথরের টুকরো বসিয়ে অপূর্ব এঁকেছেন। St. Peter charch এর যতো আঁকা বা Statue সব Artist Berberini করেছেন। St. peter Basilica (সমাধিগৃহ) যেখানে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে দেখতে হয়, ঐ ঘরে ইলেকট্রিক আলো জ্বালান হয় না, মোমবাতি জ্বালান হয়। আমরা পোপ এর বাড়ীও বাইরে থেকে দেখলাম। পোপ তখন ওখানে উপস্থিত ছিলেন না। Ceaser's palace (একেবারে ভাস্মা, এক সময়ে তিনি palace এর একটা জায়গা থেকে chariot race watch করতেন তাঁর মূর্তিও আছে) সেই স্থানও দেখলাম। Temple of venus, Roman Acquiduct (রোমানরাই প্রথম Water canal করে) Acqui-duct মানে water pipe যার মধ্য দিয়ে জল নিকাস হয়। সেটাও দেখছি। Temple of vergin যেটা ২২০০ বছরের পুরনো, রোমান শহরটা পরিখা দিয়ে ঘেরা ও তার উপর প্রচুর ব্রিজ সেটাও দেখলাম। সব দেখতে দেখতে শেষে হোটলে ফিরলাম ১টা ১৫ মি. এ। আবার ৪টে ১৫মি ৩৫ মাইল দূরে Tivoli park-এ গেলাম। অনেক উঁচুতে কোনও এক বড়োলোক জমিদারের বাড়ী ছিল যেটার ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। প্রথমে উঠতে হল তারপর বহু নীচে সিঁড়ি বেয়ে নামতে হল। বাড়ীটাতে ঘিরে চতুর্দিকে ফোয়ারা দিয়ে সাজান। ঘরের ভিতরের দেওয়ালে জমিদার বংশের অনেকের এবং জমিদারের ছবি টাঙান ছিল। সবই প্রায় পোড়োটা। বহু নীচে সিঁড়ি দিয়ে নামলে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। তাতে বোটও চলে। রোমের রাজারা এখানে এসে গরমটা কাটাতেন। দেখার শেষে বাসে উঠে কাছেই একটা ভিলেজ হোটলে খেলাম। ইটালীয়ান আর্টিস্ট দু'তিন জন গান বাজনা করলো খুবই চড়া সুরে। বেশ কানে লাগছিল মুখ লাল করে চিংকার করে গান গাইছিল। আমার দেখে কষ্ট হচ্ছিল। একটা মেয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাইল। ভারি মিষ্টি ও চড়া গলা। খাওয়া দাওয়া ভালই হল। ওদের স্টাইলেরই খাবার খেলাম। ওরা খুবই হাসিখুশি স্বভাবের, খুব মিশুক। ড্রিংক-এর ব্যবস্থা থাকলেও আমরা করিনি। প্রত্যেকবার টেবিলে ফলের বুড়িতে গোটাফল রাখা ছিল। খাওয়ার শেষে খাওয়ার জন্য।



Open Theater

ঃ প্রাথমিক চিকিৎসা (First aid) ঃ

১১ সেপ্টেম্বর বিশ্ব 'প্রাথমিক চিকিৎসা দিবস' বা 'ফার্স্ট এইড ডে'। একটা ফার্স্ট এইড বক্স হাতের কাছে থাকা খুব জরুরি। তাই এই সংখ্যায় তোমাদের নিজস্ব 'ফার্স্ট এইড বক্স' বানাবার সহজ কৌশল শিখিয়ে দেওয়া হল।



প্রথমে দরকার  
একটি শক্ত পোক্ত বাক্স  
যেটি হবে তোমার ফার্স্ট এইড বক্স।

বাক্সে রাখতে হবে তুলো, গজ,  
ব্যাণ্ডেজ। লম্বা ব্যাণ্ডেজ ছাড়াও  
দরকার একটা তিনকোনা ব্যাণ্ডেজ।  
ব্যাণ্ডেজ আটকাবার জন্য চাই সেফটি-পিন।

ক্ষতে লাগাবার জন্য দরকার  
অ্যান্টিসেপটিক লোশন,  
ব্যাণ্ড এইড,  
এবং ক্ষত রক্ষার জন্য  
লিউকোপ্লাস্ট।

বাক্সে কিছু যন্ত্রপাতিও রাখতে হবে।  
যেমন, চিমটা, কাঁচি, থার্মোমিটার

এবার এই সবকিছু বাক্সে ভরে ফেলতে হবে।  
তাহলেই তৈরী তোমার ফার্স্ট এইড বক্স।

ঃ কুইজের উত্তর ঃ

■ 'বিশ্ব শান্তি' কুইজের উত্তর ঃ

- (১). প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯১৪ সালে শুরু হয়েছিল।
- (২). মাদার টেরিজা, ১৯৭৯ সালে, (৩). জন লেনন,
- (৪). 'ইন্টারন্যাশনাল গান্ধী পিস প্রাইজ', ১৯৯৫ সাল থেকে দেওয়া হচ্ছে, (৫). মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনটি,
- (৬). পাবলো পিকাসো, (৭). উপনিষদে, (৮). ফিলিপাইনস, (৯). লিও টলস্টয়, (১০). পিস সাইন।

এই সংখ্যার কুইজের বিজয়ী কেউ নেই।

কুইজ

এই সংখ্যা থেকে 'কুইজ' বিভাগের পরিবর্তন করা হল। প্রতিমাসের কুইজের উত্তর থাকবে সেই সংখ্যাতাই। তবে প্রতিযোগিতা থাকছে। তোমরা ৫টি করে প্রশ্ন (উত্তর সহ) পাঠাও আমাদের দপ্তরে। তোমার প্রশ্ন মনোনীত হলে ছাপা হবে কুইজের কলামে আর তুমি পেয়ে যাবে পুরস্কার। তোমাদের পাঠানো প্রশ্নের উত্তর ছাপা হবে পরের সংখ্যায়। এই সময়ের মধ্যে তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর কেউ দিতে পারলে সেও পাবে পুরস্কার। প্রতিসংখ্যার একজন করে সঠিক উত্তরদাতা পুরস্কার পাবে। তাই আর দেরি না করে ঠিক উত্তর লিখে তোমার নাম ঠিকানা বয়স শ্রেণী এবং ফোন নম্বর দিয়ে আমাদের পাঠিয়ে দাও। ই-মেলেও যোগাযোগ করতে পারো এই ঠিকানায় — jaharchatterjee1969@gmail.com

বিষয়

'কুইজ' এখন নতুন রূপে।  
বিস্তারিত জানতে এই পাতার  
নীচের অংশটি পরে নাও।

শরৎ চলে এলেও বর্ষা কিন্তু  
যায়নি। বর্ষার প্রবল বৃষ্টির জন্যই  
শরতে নদী ভরোভরো। নদীকে  
বিষয় করে ১০ টি প্রশ্ন। উত্তরও  
সঙ্গে পেয়ে যাচ্ছ এই সংখ্যা থেকে।

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নদী কবিতাটি পত্রিকায় প্রথম প্রকাশের সময় এক বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিকের আঁকা নদীর ছবি ছাপা হয়েছিল। তিনি কে?
২. ভারতীয় রেলপথের স্টেশনগুলির মধ্যে সবচেয়ে ছোট যে নাম সেটি একটি নদীর নামে। কী নদী?
৩. 'হাওড়া' শুধু জেলার নাম নয়, একটি নদীরও নাম। কোথায় আছে সেই নদী?
৪. পৃথিবী বিখ্যাত একটি মেবাইল তৈরীর কোম্পানীর নাম নেওয়া হয়েছে সে দেশের একটি নদী থেকে। কী নাম সেই কোম্পানীর?
৫. 'গড়ুর পুরাণ' অনুসারে পৃথিবী আর নরকের মাঝে এই নদী বয়ে চলেছে। ধার্মিকরা এর জলকে অমৃতের মতো এবং পাপীরা রক্তের মতো দেখতে পায়। এই পবিত্র নদীর নাম কী?
৬. বারাণসী শহরটি তার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া দুটি নদীর নাম থেকে তৈরী। নদীর দু'টির নাম কী?
৭. হিন্দু ধর্মে একে স্বর্গে যাওয়ার নদী মনে করা হত, তাই একে পবিত্র গঙ্গা নদীর সঙ্গে তুলনা করে নাম দেওয়া হয়েছে 'আকাশ গঙ্গা'। এটি আসলে কী?
৮. পৃথিবীতে এখনও বহমান নদীগুলির মধ্যে প্রাচীনতম নদীটি হল 'মিউজ নদী'। ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে ৩৮ কোটি বছর আগে এই নদীর উৎপত্তি হয়েছে। কোন দেশে একে দেখা যায়?
৯. পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট নদী আছে আমেরিকায়, মাত্র ৪৪০ ফুট বা ১৩০ মিটার লম্বা। নদীটির নাম কী?
১০. হেমন্ত মখোপাধ্যায়ের নিজের সুরে গাওয়া 'ও নদীরে, একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে,' গানটি কোন বাংলা চলচ্চিত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল?

। উত্তরঃ ১. কলকাতা ২. কলকাতা ৩. কলকাতা ৪. কলকাতা ৫. কলকাতা ৬. কলকাতা ৭. কলকাতা ৮. কলকাতা ৯. কলকাতা ১০. কলকাতা

## ঃ আত্মহত্যা নিবারণ দিবস ঃ

১০ সেপ্টেম্বর 'বিশ্ব আত্মহত্যা নিবারণ দিবস'। আধুনিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় আত্মহত্যার প্রবণতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কোনো মানুষেরই যেন আত্মহত্যা করার মত পরিস্থিতি তৈরী না হয় সেটা দেখা প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। তাই আত্মহত্যার প্রবণতা রোধ করার উদ্দেশ্যে এবারের শেষ পাতার।



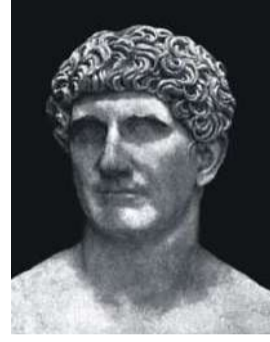
**আত্মহত্যা** একটি ভয়ঙ্কর জনস্বাস্থ্য সমস্যা। যিনি আত্মহত্যা করেন তাঁকে অকল্পনীয় মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে তিনি মৃত্যুকে বেছে নেওয়ার জন্য তাঁর পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব মানসিক যন্ত্রণা বোঝা করে। সমাজের ওপরও এর প্রভাব পরে। প্রতি বছর দশ লক্ষেরও বেশী মানুষ আত্মহত্যা করেন। অর্থাৎ প্রতিদিন ৩০০০ মানুষ বা প্রতি চল্লিশ সেকেন্ডে একজন মানুষ আত্মহত্যা করছেন। পৃথিবীতে যুদ্ধ বা অন্যান্য গণহত্যায় মৃত্যুর সংখ্যার থেকে আত্মহত্যার সংখ্যা অনেক বেশী। ১৫ থেকে ৪৪ বছর বয়সীদের মৃত্যুর প্রধান তিনটি কারণের অন্যতম আত্মহত্যা। অবাক হতে হয় এটা জেনে যে ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের মৃত্যুর প্রধান দুটি কারণের একটি হ'ল আত্মহত্যা। এগুলি সবই আত্মহত্যায় সফল মানুষদের হিসাব। আত্মহত্যার চেষ্টা করেও মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়ার সংখ্যা ধরলে এটাই যে মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়ে উঠবে বলা বাহুল্য। মানসিক ভারসাম্যহীনতায় আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে যায়। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় মানসিক উদ্বেগ আত্মহত্যার প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে। এশিয়ার মানুষদের ক্ষেত্রে আবেগপ্রবণতা আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। মানুষের আত্মহত্যা করার পিছনে শুধুই তার মানসিক অবস্থা নয়, তার সঙ্গে সামাজিক, শারীরিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত অবস্থাও দায়ী থাকে। মানুষকে আত্মহত্যার প্রবণতামুক্ত করতে 'আন্তর্জাতিক আত্মহত্যা নিবারণ সমিতি' (IASP) এবং 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' (WHO) ২০০৩ সাল থেকে ১০ সেপ্টেম্বর দিনটিকে 'বিশ্ব আত্মহত্যা নিবারণ দিবস' হিসাবে পালন করা শুরু করে। ২০১৪ সালে এই দিবস পালনের মূল ভাবনা হ'ল 'আত্মহত্যা নিবারণ ঃ সংযুক্ত এক বিশ্ব'। এই ভাবনা বুঝিয়ে দিচ্ছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে সংযোগ থাকলেই আত্মহত্যা রোধ করা যাবে।



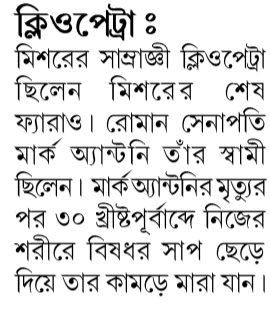
'থ্রি ইডিয়টস' ছবির দৃশ্য ... মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা

'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায় পৃথিবীতে যত আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে তার তিন ভাগের একভাগ ঘটে কীটনাশকের কারণে। ইউনাইটেড নেশনস নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এমন অনেক কীটনাশক এখনও এশিয়ার দেশগুলিতে ব্যবহার হয়। আত্মহত্যা রোধের জন্য তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এশিয়ার দেশগুলিতে কীটনাশক বিষয়ে আরও কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানিয়েছে। ফসফরিক অ্যাসিড আছে এমন কীটনাশকের ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা হলেও এশিয়ার অনেক দেশই সেগুলো তৈরী ও রপ্তানি করছে। ১৯৯৬ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত চীন, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা এবং ত্রিনিদাদে যে সব আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে তার ৬০ থেকে ৯০ শতাংশ এই ধরনের নিষিদ্ধ কীটনাশকের কারণে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা উদ্বেগের সঙ্গে জানাচ্ছে যে এশিয়া এবং দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার দেশগুলিতে কীটনাশকের সাহায্যে আত্মহত্যা করার ঘটনা দ্রুতহারে বাড়ছে।

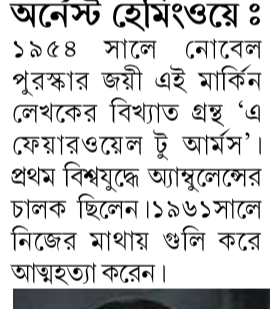
আত্মহত্যার তালিকায় শুধু সাধারণ মানুষরাই নয় অসাধারণ মানুষরাও আছেন। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন।



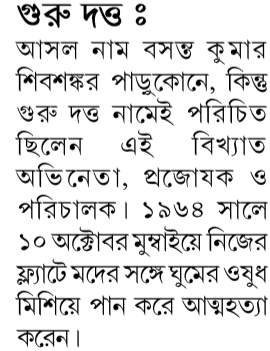
**মার্ক অ্যান্টনি ঃ**  
রোমান সেনাপতি মার্কাস অ্যান্টোনিয়াস বা ইংরাজিতে মার্ক অ্যান্টনি ছিলেন জুলিয়াস সীজারের প্রধান সমর্থক। রোমের শাসক অক্টোভিয়ানের সঙ্গে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পরে পরাজিত হন এবং ৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নিজের তরবারি দিয়ে আত্মহত্যা করেন।



**ক্লিওপেট্রা ঃ**  
মিশরের সাম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা ছিলেন মিশরের শেষ ফারাও। রোমান সেনাপতি মার্ক অ্যান্টনি তাঁর স্বামী ছিলেন। মার্ক অ্যান্টনির মৃত্যুর পর ৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নিজের শরীরে বিষধর সাপ ছেড়ে দিয়ে তার কামড়ে মারা যান।



**জর্জ ইস্টম্যান ঃ**  
কোডাক কোম্পানী-র প্রতিষ্ঠাতা এবং ফিল্ম রোল আবিষ্কার করে ফটোগ্রাফি-কে নতুন রূপ দিয়েছিলেন। অকৃতদার এই মানুষটি শিরদাঁড়ার রোগের যন্ত্রণায় ১৯৩২ সালে নিজের বুক থেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেন।



**অর্নেস্ট হেমিংওয়ে ঃ**  
১৯৫৪ সালে নোবেল পুরস্কার জয়ী এই মার্কিন লেখকের বিখ্যাত গ্রন্থ 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অ্যান্ডুলোসের চালক ছিলেন। ১৯৬১ সালে নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেন।



**জর্জ ইস্টম্যান ঃ**  
কোডাক কোম্পানী-র প্রতিষ্ঠাতা এবং ফিল্ম রোল আবিষ্কার করে ফটোগ্রাফি-কে নতুন রূপ দিয়েছিলেন। অকৃতদার এই মানুষটি শিরদাঁড়ার রোগের যন্ত্রণায় ১৯৩২ সালে নিজের বুক থেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেন।



**অ্যাডলফ হিটলার ঃ**  
জার্মানীর নাৎজি বাহিনীর প্রধান এবং সৈরতন্ত্রী একনায়ক। ১৯৪৫ সালে নিজের শরীরে গুলি করে এবং একই সঙ্গে সায়ানাইড মুখে দিয়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁর অধর্দগদগ মৃতদেহ মিত্র বাহিনী উদ্ধার করে



**শুরু দত্ত ঃ**  
আসল নাম বসন্ত কুমার শিবশঙ্কর পাড়ুকোনে, কিন্তু গুরু দত্ত নামেই পরিচিত ছিলেন এই বিখ্যাত অভিনেতা, প্রজ্ঞায়ক ও পরিচালক। ১৯৬৪ সালে ১০ অক্টোবর মুম্বাইয়ে নিজের ফ্ল্যাটে মদের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে পান করে আত্মহত্যা করেন।



ঃ আত্মহত্যা প্রতিরোধে সিনেমা ঃ

১০ সেপ্টেম্বর তারিখে 'বিশ্ব আত্মহত্যা নিবারণ দিবস'-এ ১৩৬টা দেশে 'অনলাইন'-এ মুক্তি পাবে আইরিশ ছবি 'ডাভিন'। এইদেশগুলিতে নিখরচায় ছবিটি দেখতে পাওয়া যাবে। 'ডাভিন' ছবির কেন্দ্রে আছে একটি আত্মহত্যার ঘটনা। একজন আইরিশ ব্যক্তি আত্মহত্যা করার পর তার বন্ধু ও পরিবারের লোকজনের প্রতিক্রিয়া এই ছবির বিষয়। এই আইরিশ ব্যক্তির নাম ডাভিন, সে তার নিজের গাড়ির মধ্যে আত্মহত্যা করে। ডাভিনের সংকারে তার বন্ধু ও আত্মীয়রা জড়ো হয়। তাদের বিভিন্ন কথাবার্তা ও ধারণা থেকে ডাভিনের আত্মহত্যার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। পরিচালক জোনাস জানাচ্ছেন এই ছবির মাধ্যমে সেইসব মানুষকে, যাঁরা আত্মহত্যার কথা চিন্তা করছেন, এই বার্তা দেওয়া যে আপনি একা নন, আমরা সবাই আপনার সঙ্গে আছি, হতাশা ভুলে আবার জীবনের কথা ভাবুন। উপরের ছবিটি 'ডাভিন' ছবি থেকে অভিনেত্রী 'ফ্রান্সেস হেলি'-র।



ঃ আত্মহত্যা রোধ করার সফটওয়্যার ঃ

ইংল্যান্ডের একটি স্বৈচ্ছাসেবী সংস্থা 'গ্রাসরক্ট সুইসাইড প্রিভেনশন' স্মার্টফোন ও ট্যাবলেট ব্যবহারকারীদের জন্য একটি আত্মহত্যা নিরোধক ব্যবস্থা আনছে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪। এটিই পৃথিবীর প্রথম আত্মহত্যা নিবারণি টুলস। সাসেক্স-এর একটি ডিজিটাল কোম্পানী সুইচপ্লেন এই অ্যাপ্লিকেশনটি তৈরীর প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। এছাড়া আরো কয়েকটি সংস্থা এর সঙ্গে যুক্ত আছে। আশা করা হচ্ছে যে সব ব্যক্তি আত্মহত্যা করার কথা ভাবছেন বা এই রকম মানুষজনের প্রিয়জনরা এই অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে উপকৃত হবেন। ইংল্যান্ডের সমস্ত মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে এই অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করবে বলে আশা করছেন সংস্থাটি। কিভাবে কাজ করবে এই অ্যাপ্লিকেশন? এই অ্যাপ্লিকেশনটির সঙ্গে দশটি বিশেষজ্ঞ ও সেবামূলক সংস্থার সংযোগ থাকবে। তার সাথে থাকবে বেঁচে থাকা কেন জরুরী সেই সংক্রান্ত একটি তালিকা এবং তার প্রিয়জনদের ছবির একটি অ্যালবাম। গ্রাসরক্ট সংস্থার পরিচালক ক্রিস ব্রাউন বলেন, 'এই অ্যাপ্লিকেশন সাধারণ মানুষকে আত্মহত্যার মানসিকতা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়টিকে তার পকেটের মধ্যে এনে দিতে সক্ষম হবে।' শুধু এই অ্যাপ্লিকেশনটিই নয়, সংস্থা আত্মহত্যা রোধ করার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ ডি.ভি.ডি. তৈরী করেছে যা বিভিন্ন সংস্থাকে বিতরণ করা হবে।

— জহর চট্টোপাধ্যায়।

মুদ্রক, প্রকাশক, স্বত্বাধীকারী শিবনাথ চক্রবর্তী কতৃক অমরাগড়ী, হাওড়া থেকে প্রকাশিত এবং নিউ বাণী প্রেস কোম্পানী, অমরাগড়ী, হাওড়া ৭১১৪০১ থেকে মুদ্রিত।  
email : jelarkhabar@rediff.co.in যোগাযোগ ঃ গ্রাম ও পোষ্ট — অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া। সম্পাদক শিবনাথ চক্রবর্তী। ফোন নং ঃ ৯৮০০২৮৬১৪৮  
Owned by Shibnath Chakraborty and Printed at New Bani Press Co.Amoragori, Jaypur, Howrah and published at Amoragori,Jaypur,Howrah.

Editor - Shibnath Chakraborty. Phone No. 9800286148

জেলার খবর সমীক্ষা এখন ফেসবুকে এই ঠিকানায় facebook.com/JelarKhabarSamiksha